তারিখ ...23 OCT 2002
পৃষ্ঠা - 7 কলাম 8

ভোরের কাগজ

# শেষ হলো কম্পিউটার সিটির আয়োজন সিটিআইটি-২০০২

শেষ হলো আইডিবি ভবনের কম্পিউটার মেলা 'সিটিআইটি ২০০২'। বিপুলসংখ্যক দর্শক-ক্রেতা প্রমাণ করল বাংলাদেশও তথ্যপ্রযুক্তিতে কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। আমাদেরও আগ্রহ আছে। মেলার আয়োজকদের মতে, তারা প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি সাড়া পেয়েছে দর্শকদের কাছ থেকে। কম্পিউটার সিটির সভাপতি আহমেদ হাসান ভোরের কাগজ প্রতিনিধিকে বলেন, এ ধরনের মেলার আয়োজন করতে পেরে তারা অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষকে কম্পিউটার বিষয়ে আগ্রহী করে তোলা। বিক্রি আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। তবুও বিক্রির পরিমাণ ছিল আগের তুলনায় অনেক বেশি। প্রায় ৩০ শতাংশ বিক্রি আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। দর্শক-ক্রেতারাও অত্যন্ত খুশি। তারা তাদের সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্যের উপর ছাড় ও পাশাপাশি উপহারেরও ব্যবস্থা রেখেছে। তারা আগের চেয়ে অনেক কম মূল্যে পণ্য বিক্রি করাতে ক্রেতারাও আকৃষ্ট হয়েছে। মেলায় অনেকেই কমমূল্যে এবং কিস্তিতে কম্পিউটার বিক্রি করায় এ হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। মেলার শেষ তিন-চার দিন দর্শক ছিল অনেক বেশি। ছুটির দিন দর্শক ছিল অন্যান্য দিনের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি। মেলার শেষদিনেও ফোরসাইট ব্রাউজিং সেন্টারটিতে ছিল প্রচণ্ড ভিড়। এমনকি ব্রাউজিং করার জন্য অনেককে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে সুযোগ নিতে হয়েছে। বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রেও বিক্রেতাদের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। মেলাতে একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে, আমাদের দেশের সফটওয়্যার এর ক্ষেত্রে। এরাও প্রতিযোগিতার মার্কেটে টিকে থাকার মতো সফটওয়্যার তৈরি করছে। মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যারগুলো এক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে ক্রেতা দর্শকদেরও এগুলো বেশ আকৃষ্ট করতে পেরেছে। মেলায় মোট দর্শক-ক্রেতা ছিল ১ লাখ ৫০ হাজারের মতো (বিক্রীত টিকিটের উপর ভিত্তি করে)। এছাড়াও আরো ৮০ হাজারের মতো অতিথি দর্শক মেলায় এসেছে। জনাব আজিম উদ্দিন বলেন, ঝিমিয়ে পড়া বাজারকে তারা চাঙা করতে পেরেছে এটাই তাদের সার্থকতা। তিনি বলেন, মেলা শেষ হওয়ার পরও মেলার এ আমেজ আরও দু'এক মাস চলবে এবং সর্বোপরি তাদের মেলার দামকে তারা ধরে রাখার চেষ্টা করবে। তারা বয়স্কদের পাশাপাশি শিশুদের সঙ্গে কম্পিউটারের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য গত ১৮ অক্টোবর সকালে এক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। বিজয়ীদের মাঝে প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। দর্শকরাও মোটামুটি সন্তুষ্ট আয়োজকদের সর্বাত্মক সহযোগিতা এবং সেবা পেয়ে। তাদের ব্যবস্থাপনাও যথেষ্ট ত্রুটিমুক্ত ছিল। কম্পিউটার মেলা প্রমাণ করল, বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম এখন কম্পিউটার তথা তথ্যপ্রযুক্তির দিকে দিন দিন ঝুঁকছে। অবশ্য এটা বাংলাদেশের জন্য একটা আশার কথা।

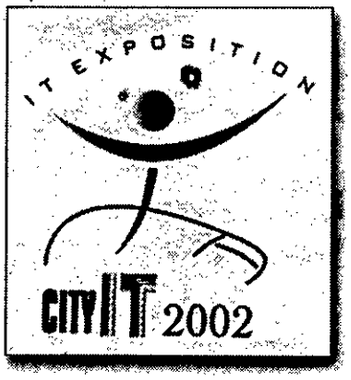

❑ কামাল ফরাজী